EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনার মূল বক্তব্য
"বাংলাদেশের পোশাক খাতের সংস্কার"
বাংলাদেশের পোশাক খাতের বিশ্বায়ন ও স্থায়িত্ব শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন
সাই অডিটোরিয়াম, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়
ক্যামব্রিজ ম্যাসাচুসেটস
১৪ই জুন, ২০১৪

আমি তার কাছে দাবি জানালাম...মায়ের কাছে ছেলের দাবি।

"মা", আমি বললাম, "তোমাকে বোস্টনে আসতে হবে... একটা বক্তৃতা দেয়ার জন্য তোমার সাহায্য লাগবে"।

"ড্যানী", জোরালো উত্তর আসল, "আমি কোন বোস্টনে যাচ্ছি না"।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন না?"

" কারণ আমার বয়স ৯৩ বছর এবং একটা বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমি অর্ধেক দেশ পাড়ি দিতে পারব না"।

" তোমার বয়স ৯৩ বছর তাতে কি হয়েছে... বোস্টনে বয়স্ক মহিলারা অনেক সমাদৃত"।

"আমি আসছিনা"।

আমার পাশের খালি আসন দেখে বোঝা যাচ্ছে যে কে ঐ আলোচনায় জয়ী হয়েছিল।

তাই মায়ের অনুপস্থিতিতে আমি তার একটি বার্তা দিতে চাইঃ

“মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয় আড়ালে তার সূর্য হাসে”।

আমি এই দর্শেনেই বড় হয়েছি... যে খারাপ যেকোনো কিছুর ভিতর থেকেই ভালো কিছু বেরিয়ে আসতে পারে।

আমি বিশ্বাস করি যে জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার বিষাদময় সময়েও সোনালী সূর্য উঁকি দিতে পারে।

আমি বিশ্বাস করি রানা প্লাজা ও তাজরিন ফ্যাশনসের অগ্নিকাণ্ডের মত ভয়ঙ্কর দুঃখজনক ঘটনার ক্ষেত্রেও এর ব্যাতিক্রম কিছু নয়।

আমি বিশ্বাস করি এই দুঃখজন ঘটনাগুলোর আড়ালে রুপালী রেখা হল, বাংলাদেশের পোশাক খাতের রুপান্তর, সংস্কার ও এটিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে অগ্নি নিরাপত্তা ও কারখানার কাঠামোগত মানোন্নয়ন এবং স্বাধীনভাবে একত্রিত ও সংগঠিত হতে শ্রমিকদের অধিকারের প্রতি সম্মানের বিষয়ে বাংলাদেশের পদক্ষেপ। যা আরও বিষদ ভাবে এই সম্মেলনের পরবর্তি অংশে আলোচনা করব।

আমি বিশ্বাস করি বিশ্বব্যাপী পোশাক খাতের নতুন মানদণ্ড সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশ ইতিহাস রচনা করছে। বাংলাদেশরে পোশাক খাতে যে পরিবর্তনগুলো ঘটছে সেগুলোকে আমার দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাক।

গত জুনে, আমেরিকাতে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা স্থগিত করার প্রেসিডেন্ট ওবামার সিদ্ধান্তটি ছিল পরিবর্তনের চালিকা শক্তি। তিনি জিএসপি পুনরুদ্ধারের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে একটা এ্যাকশন প্ল্যান দিয়েছেন যা পোশাক খাতকে পরিবর্তনের একটি রোডম্যাপ। আসছে সপ্তাহে এই সুবিধা পুনরুদ্ধারে সাম্প্রতিক পর্যালোচনার ফলাফল আমাদের শোনা উচিত।

গত জুলাইতে জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, ও আইএলও’র সহযোগিতায় বাংলাদেশ যে সাস্টাইনেবেলিটি কম্প্যাক্ট গ্রহণ করেছে তার ভিতর উক্ত রোডম্যাপ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ব্র্যান্ড সমূহ... ক্রেতাগণ... প্রথমবারের মত সকলে তাদের প্রতিযোগিতাকে পাশে রেখে অ্যাকর্ড ও অ্যালাইন্স নামে দুটি গ্রুপ গঠন করেছে। যা বাংলাদেশের পোশাক খাতকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রায় দুইশত ক্রেতাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছে। এই সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের উৎস হিসাবে কাজ করা দুই হাজার কারখানার পর্যবেক্ষণের জন্য প্রায় একশ মিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠন করেছে... সাধারণ ভাবে স্বীকৃত নিরাপত্তা মান বজায় রেখে এই পর্যবেক্ষণ চলছে...এবং এর ফলে ইতিহাস রচিত হচ্ছে।

কানাডা, ইউকে ও নেদারল্যান্ডসকে ধন্যবাদ তাদের অবদানের জন্য, বাকী কারখানাগুলোতে পর্যবেক্ষণ সহায়তা দিতে আইএলওকে তহবিল দেয়া হয়েছে, এভাবেই শতকরা একশ ভাগ কারখানায় পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা হচ্ছে... এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণঃ সকল কারখানাকেই সমাধানের অংশ হতে হবে... প্রকৃতপক্ষেই এখানে ইতিহাস রচিত হচ্ছে।

আইএলও তাদের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ কর্মসুচী “বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রাম” চালু করেছে প্রায় আটশত কারখানার মানোন্নয়নে... আরও ইতিহাস রচিত হচ্ছে।

ক্রেতাগণ, আইএফসি, জাপানের উন্নয়ন সংস্থা, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং অন্যান্যরা অনেক কম সুদে লক্ষ লক্ষ ডলারের সরবরাহ করছে যাতে কারখানা মালিকেরা এই অর্থায়নের মাধ্যমে কারখানার মানোন্নয়ন ও সংস্কারে সক্ষম হয়... আরও একটি প্রাথমিক কাজ।

পরিবর্তনের মূল হচ্ছে শ্রমিকেরা। গত আঠারো মাসে একশ পঞ্চাশটি ইউনিয়ন... সত্যিকারের ইউনিয়নের নিবন্ধন হয়েছে... যা গত তিন বছরের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র যেখানে সরকার স্বীকৃত মাত্র দুটি ইউনিয়ন ছিল। শ্রমিকদেরকে তাদের নিরাপত্তা ও অধিকার বিষয়ে কার্যকর ভাবে বলতে দেওয়ার প্রথম ধাপ হচ্ছে এই সদ্য সৃষ্টি হওয়া ইউনিয়ন গুলো। এগুলোও তৈরি পোশাকখাতের শ্রমিকদের জন্য প্রথম গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। আমি সন্তুষ্ট যে আমেরিকা এই ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করছে এবং ইতিহাসের এই উৎসাহব্যঞ্জক অংশ রচনা করতে সাহায্য করছে।

কিছু কারখানার মালিক তাদের ব্যাক্তিগত কারখানা ও এই খাতকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীকারবদ্ধ কারণ তারা বোঝেন যে রানা প্লাজা ও তাজরিন ফ্যাশনসের অগ্নিকান্ডের মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত

করার এটাই একমাত্র উপায়... এবং বিশ্ব পোশাক খাতে বাংলাদেশের নেতৃত্ব বজায় রাখতে এটাই একমাত্র পথ।

পোশাক খাতকে পরিবর্তন করতে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রও বাংলাদেশকে সহযোগিতা করছে। আমি গর্বিত যে এই খাতকে কাজের জন্য নিরাপদ করে তুলতে ইউএসএআইডি ও ডিপার্টমেন্ট অব লেবার এর মাধ্যমে আমেরিকা বাংলাদেশকে সাহায্য করছে... আমরা এবং অন্যান্য অংশীদাররা এক ইতিহাস রচনা করতে সাহায্য করছি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বাংলাদেশ সরকার এই খাতের রূপান্তরে ভাল নেতৃত্ব প্রদর্শণ করছে। যে প্রক্রিয়াকে বলা হয় "৩+৫", বাণিজ্য , শ্রম, ও পররাষ্ট্র সচিবদের সাথে ৫ জন প্রধান রাষ্ট্রদূতের অংশীদারিত্ব (যুক্তরাষ্ট্র, লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ অন প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট এর চেয়ারম্যান হিসেবে ডাচ রাষ্ট্রদূত, কানাডা এবং ইইউ প্রতিনিধি) যারা জিএসপি এ্যাকশন প্ল্যান এর অগ্রসরতা ও এর স্থায়িত্বের ঘনত্ব বা সাস্টেইনেবিলিটি কম্প্যাক্ট পর্যালোচনা করবে। এই মাসিক সভা রূপান্তরের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে। সেকারণেই সরকারের নেতৃত্ব প্রশংসার দাবী রাখে।

আমি যখন রানা প্লাজার ঘটনা পরবর্তী সময়ে অগ্রসরতা পর্যবেক্ষণ করি, দেখি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস লেখা হয়েছে, যেমন নিরাপত্তা ও শ্রম অধিকার এর সাধারণ মান গৃহিত হয়েছে, ক্রেতাদের ও আইএলও কে কারখানা পরিদর্শণ এ জড়িত করা, পরিদর্শণ ফল জনগণকে জানানো, আগের তুলনায় অনেক বেশী ইউনিয়ন নিবন্ধন করা। এই অর্জন উল্লেখযোগ্য যা পরিষ্কার করেছে রানা প্লাজার পর এই খাতটি কতদূর এগিয়েছে।

আমি মনে করি এই কাজগুলোর ফলে বাংলাদেশের পোশাক খাতে যে স্থায়ী রূপান্তর ঘটেছে তা ঐতিহাসিক এবং এটিকে আপনারা সাধুবাদ জানাতে পারেন।
তদুপরি, আরো গুরুত্বপূর্ণ বাধা রয়েছে এবং আরো অনেক কিছু করতে হবে এই রূপান্তরের ফল পেতে।

কিছু মালিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব দেয় না; তারা মনে করে যে তারা তো ব্যবসা পাচ্ছে এবং টাকা বানাচ্ছে তবে কেন তারা নিরাপত্তাজনিত পরিবর্তনে খরচ করবে...কেন তারা ইউনিয়নকে সহ্য করবে। তারা বেছে নিয়েছে ধ্বংসের পথ যখন আরেকটি রানা প্লাজা বা তাজরিন ফ্যাশনের মত দুর্ঘটনা আঘাত করবে যা অবশ্যম্ভাবী যদি কারখানাগুলো এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ না নেয়। এই মালিকরা

অধিক মুনাফা নিয়ে ব্যস্ত এবং তারা সরকারের রূপান্তরের প্রচেষ্টাকে স্তব্ধ করতে অধিক হারে চাপ প্রয়োগ করবে। আমি মনে করি কোন মালিকেরই অধিকার নেই তার শ্রমিকদের জীবন এ নিরাপত্তা ঝুঁকিতে রেখে নিজেকে ঐশ্বর্যশালী করা। আমি মনে করি নিরাপত্তা ও শ্রম অধিকারের ক্ষেত্রে পোশাক খাতকে অন্তর্জাতিক মানে রূপান্তর করতে সকল মালিকের অবশ্যই অংশ নেয়া উচিৎ। কিছু মালিককে ব্যবসা বন্ধ বা অন্যদের সাথে যৌথভাবে কাজ শুরু করতে হবে। যে সমস্ত মালিক শ্রমিকদের ঝুঁকিতে রেখে মুনাফার পেছনে ছোটে তারা ব্যবসায় থাকতে পারে না... তাদের কোন অধিকার নেই শ্রমিকদের জীবন বিপন্ন করে মুনাফা করা।

আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার,
শ্রমিকদের নিজেদের সংগঠন এর বিরুদ্ধে কিছু মালিকের সক্রিয় ও সহিংস প্রতিরোধ। শ্রমিক নেতাদের উপর এ ধরনের নিপীড়ন গ্রহণীয় নয় এবং তা অবশ্যই শীঘ্রই থামাতে হবে। আমি সরকার ও কিছু বিজিএমইএর নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধানে তাদের প্রচেষ্টার জন্য। আমি সরকারকে অনুরোধ করব দ্রুত একটি 'অল্টারনেটিভ ডিসপিউট মেকানিজম' প্রতিষ্ঠা করেতে যা কয়েক মাস আগে বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেছিলেন। এর মাধ্যমে সাংগঠনিক সমস্যার বাস্তব সমাধান সম্ভব।

এছাড়াএ অন্য চ্যালেঞ্জও রয়েছে। সরকার এখনো তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০০ জন পরিদর্শক নিয়োগ করেনি; জনগণের কাছে উন্মুক্ত ডাটাবেস অনলাইন এ এসেছে তবে এটি খালি... কোন উপাত্ত দেয়া হয়নি এখনো, যা স্থায়িত্বের ঘনত্ব বা সাস্টেইনেবিলিটি কম্প্যাক্ট এর জন্য প্রয়োজন; ২০০৬ এ ২০১৩ শ্রম আইন সংস্কারের কার্যকরী বিধান এখনো প্রকাশ করা হয় নাই, যদিও এর খসড়া পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হয়েছে; রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত অঞ্চলকে বাংলাদেশের জাতীয় শ্রম আইনের এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য করে আইনের সংস্কার এখনো করা হয় নাই, যদিও একটি খসড়া সংস্কার করা হয়েছে।

আরো অনেক চ্যালেঞ্জ আছে, তবে আমি মনে করি আমার বক্তব্য স্পষ্ট: বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে পোশাক খাতকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে, তবে এখনো অনেক দূর যেতে হবে শেষ সীমা অতিক্রম করতে।

আমার মতে, আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ এই মুহূর্তটি ধারণ ক'রে পোশাক খাতের রূপান্তরে ভূমিকা রাখবে।

আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ পোশাক তৈরী ও রপ্তানিতে নতুন বিশ্ব মান তৈরী করবে।

আমি মনে করি নিরাপদ কর্ম পরিবেশ এবং শ্রমিক অধিকার সম্মান এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নতুন বিশ্ব মান তৈরী করবে।

আমি বিশ্বাস করি ব্র্যান্ড বাংলাদেশ বিশ্ব পোশাক বাজারে একটি চাহিদার ব্র্যান্ড, প্রধান ব্র্যান্ড হিসেবে পরিণত হবে।

আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ হতে পারে, হওয়া উচিৎ, এবং হবে বিশ্বের বৃহত্তম পোশাক রপ্তনিকারক।

এটিই চ্যালেঞ্জ...বাংলাদেশ... বিশ্বের বৃহত্তম পোশাক রপ্তনিকারক... আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ এই লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে, যদিও সফলতার এই পথ সহজ নয়।

ধন্যবাদ।

==========

*বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত**